দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUL. 5 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

189

বিধিবহির্ভূতভাবে প্রভাষক নিয়োগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

আমি বিগত ১-৭-৯৬ইং তারিখে পৌরনীতি/রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষিকা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে আড্ডা ডিগ্রি কলেজ, বরুড়া, কুমিল্লায় যোগদান করি এবং সফলতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকি। কলেজে কর্মরত অবস্থায় পরিচালক, উচ্চ মাধ্যমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কুমিল্লার স্মারক নং ১৩৩০/১৮(১), তাং ১০-৫-৯৮ইং-এর মাধ্যমে আমাকে ৫৬ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে অনুমতিসহ ছাড়পত্র প্রদান করেন। সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর কর্মস্থলে যোগদান করতে আসলে কলেজের অধ্যক্ষ অজ্ঞাত কারণে আমার যোগদানপত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সময়ে আমাকে কোনকিছু অবহিত না করে আমার পদে প্রভাষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেন। এমতাবস্থায় নিজের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়ায় আদালত কলেজ কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ আদালতের নির্দেশ অমান্য এবং শিক্ষক নিয়োগের ৩০% মহিলা কোটা সংরক্ষণের বিধান লংঘন করে আমার পদে একজন প্রভাষক নিয়োগ করেন।

আমার প্রতি কলেজ কর্তৃপক্ষের এরূপ আচরণ মানবাধিকার পরিপন্থী এবং আইনের সুস্পষ্ট লংঘন। এমতাবস্থায় আমি মারাত্মকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছি।

এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ করছি।

ফেরদৌসী বেগম
প্রযত্নে- মৃত মোঃ নুরুল হক মাস্টার
গ্রাম- চেংগাছাল
পোঃ- আড্ডা বাজার,
থানা-বরুড়া, জেলা-কুমিল্লা।